রুকু পেলে রাকাত হবে- নামক লেখনীর জবাব ও

রুকু পেলে রাকাত হবে না

প্রমাণস্বরূপ ২৯টি দলীল

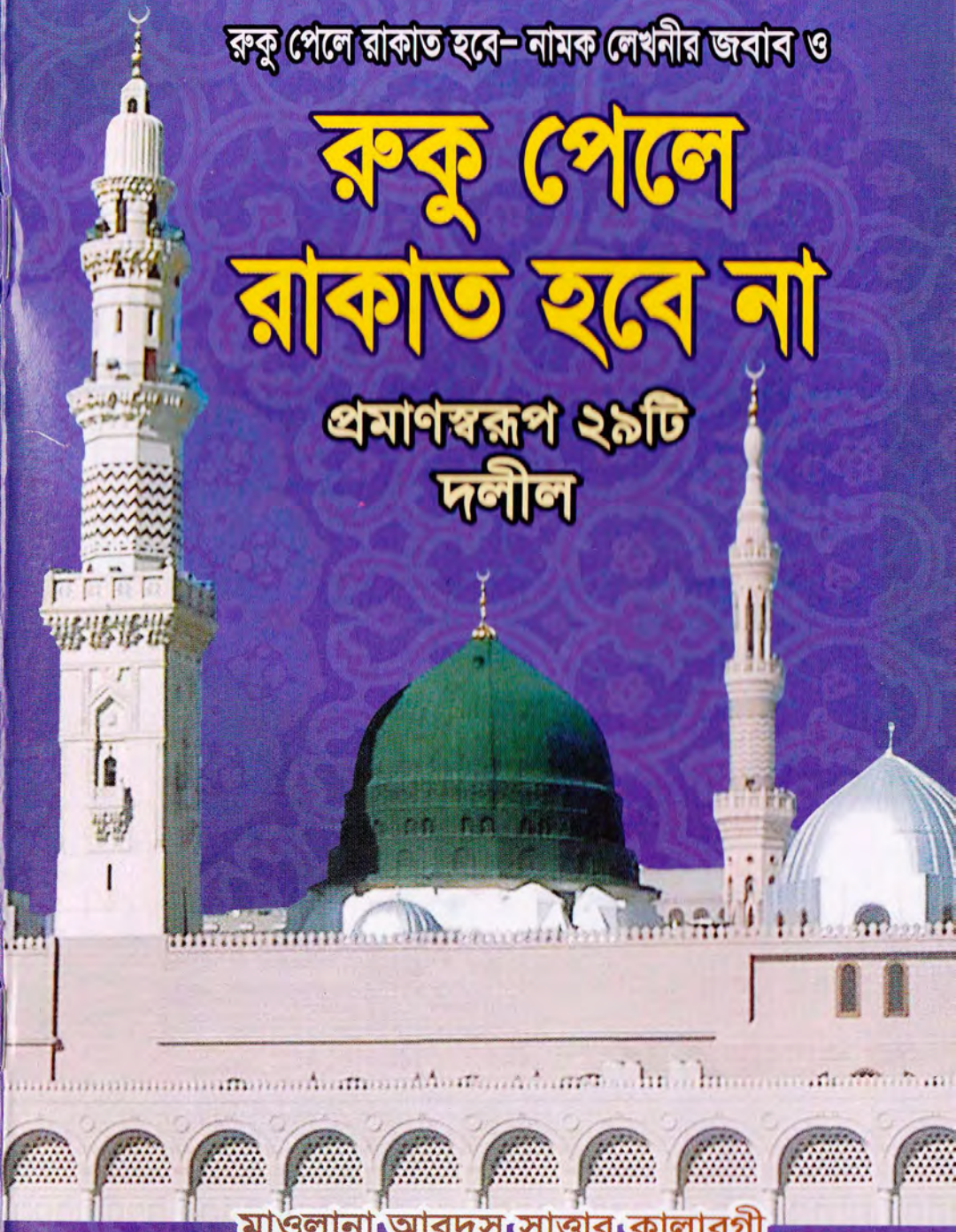

মাওলানা আবদুস সাত্তার কালাবগী

রুকু পেলে রাকাত হবে-নামক লেখনীর জবাব ও

রুকু পেলে রাকাত হবে না

প্রমাণস্বরূপ ২৯টি দলিল

মাওলানা আবদুস সাত্তার কালাবগী

রুকু পেলে রাকাত হবে-নামক লেখনীর জবাব ও

রুকু পেলে রাকাত হবে না

প্রমাণস্বরূপ ২৯টি দলিল

লেখক ঃ

মাওলানা আব্দুস সাত্তার কালাবগী

গ্রাম+পোষ্ট ঃ কালাবগী,

থানা ঃ দাকোপ, জেলা ঃ খুলনা।

মোবাইল ঃ

০১৭২০-৪৭৯৮৭৬, ০১৯৩৮-০২৩২০৬

সম্পাদনায় ঃ

সৈয়দ মুজিবুর রহমান, (প্রাক্তন প্রভাষক)

মোবাইল ঃ ০১৯৬৪-৯১৫৫৯১

প্রকাশকাল ঃ

৩য় প্রকাশ, জানুয়ারী ২০১৩

অক্ষর বিন্যাশ ঃ

দেশ কম্পিউটার

৪৪/৩ শামসুর রহমান রোড,

খুলনা

মুদ্রণে ঃ

নিও কনসেপ্ট লিঃ চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ০৩১-৬১২১৪২

মূল্য ঃ ৪০ (চল্লিশ টাকা)

প্রাপ্তিস্থান ঃ

লাকী ষ্টোর

২০, শঙ্খ মার্কেট খুলনা।

মোবাইল ঃ ০১৭১২-০৫১০০৫

আহলে হাদীস জামে মসজিদ

পাবলা, দৌলতপুর, খুলনা।

ফোন ঃ ০৪১৭৬২৪৪২, ০১১৯৯-৩৫৪০৪৮

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন,

ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, ০১১৯০-৩৬৮২৭২

হুসাইন আল মদানী প্রকাশনী

৩৮, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, ঢাকা।

ফোন ঃ ০২৭১১৪২৩৮ ০২৯৫৬৩১৫৫,

আহলে হাদীস লাইব্রেরী

২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা।

ফোন ঃ ০২৭১৬৫১৬৬, ০১৯১৫-৬০৪৫৯৮

আহলে হাদীস জামে মসজিদ

দক্ষিণ খুলশী জাকির হোসেন রোড, চট্টগ্রাম।

মোবাইল ঃ ০১৯১১-৭৯৩২৮০

শাহীন লাইব্রেরী

ফতেহ আলী মসজিদ (গেট সংলগ্ন) বগুড়া

মোবাইল ঃ ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮

আন-নূর ইসলামিক লাইব্রেরী-জি-১২

সুবাস্থ নজর ভেলি-শাহজাদপুর

গুলশান, ঢাকা-১২১২

মোবাইল ঃ ০১৮১৭-৫২৬৪২৩

ইসলামিয়া লাইব্রেরী

(আহলে হাদীস মসজিদ)

৬৫নং উত্তর চাষড়া

নারায়নগঞ্জ ।

মোবাইল ঃ ০১৯১৩-৯৫৮২৫৬

ঐতিহ্যবাহী মাদরাসা মোহাম্মাদীয়া আরাবীয়া যাত্রাবাড়ী ঢাকা
এর স্বনামধন্য শাইখুল হাদীস ও মুদীর মুহতারাম আল্লামা
মোস্তফা কাসেমী সাহেবের

দোয়া ও অভিমত

আলহামদুলিল্লাহ, শ্রদ্ধেয় ভাই মাওলানা আব্দুস সাত্তার কালাবগী সাহেব নামাযের একটি খুবই গুরুত্বপূর্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করেছেন। সূরা ফাতিহা ছাড়া কোন মুক্তাদীর নামায হয় না। এ ব্যাপারে বহু সহীহ হাদীস রয়েছে।ইমামকে যিনি রুকু অবস্থায় পেয়েছেন, তিনিও একজন মুক্তাদী। তাই ইমামকে রুকুতে পাওয়া রাকাতটি তাকে পরে পড়ে নিতে হয়–কেয়াম ও ক্বেরাত দুটি ফরজ ছুটে যাওয়ার কারণে।

মাশাআল্লাহ লেখাটিখুবই সুন্দর হয়েছে। আল্লাহ তাকে এভাবে সত্যের পক্ষে লেখার তৌফিক দিন। আমীন।

মোস্তাফা কাসেমী
শাইখুল হাদীস ও মুদীর
মাদরাসা মোহাম্মাদীয়া আরাবীয়া
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

মাদরাসা মোহাম্মাদীয়া আরাবীয়া যাত্রাবাড়ী ঢাকা এর স্বনামধন্য মুহাদ্দিস মুহ্তারাম আবুল কাসেম মোহম্মাদ বেলাল হোসেন রহমানী সাহেব এর

দোয়া ও অভিমত

মাওলানা আব্দুস সাত্তার কালবগী সাহেবের লেখা "রুকু পেলে রাকাত হবে না" নামক বইটি আমি সম্পূর্ণ পড়েছি। বইটির মধ্যে একদিকে যেমন রুকু পেলে রাকাত হবে এই মর্মে কিছু মাযহাবী মুফতী সাহেবানদের পেশকৃত দলীলাদির –দলীল ভিত্তিক সুন্দর জবাব দিয়েছেন।

অপর দিকে রুকু পেলে রাকাত হয় না সে ব্যাপারে তিনি রাসূল(সঃ) –এর সহীহ হাদীস ও মাহাবা, তাবেয়ী, তাবা–তাবেয়ী, জমহুরে সাল্ফ ও খল্দের এমনকি উপমহাদেশের খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ও আলেমে দ্বীনদের অভিমত গুলি ও একের পর এক তুলে ধরেছেন। সত্যিই বইটি খুবই সুন্দর হয়েছে। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দোয়া করি আল্লাহ তা'আলা তার হায়াত দারাজ করুন এবং সত্যের পক্ষে এভাবেই কলম ধরার তৌফিক দিন। আমীন।

এ কিউ, এম বেলাল হোসেন রহমানী
অনার্স হাদীস-মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব
এম, এ , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আমি কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

সম্প্রতি হানাফী মাযহাবের কিছু মুফতী সাহেবান আমার ঘনিষ্ঠ অনুসারীদের মাঝে এই বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন যে হাদীসে রয়েছে রুকু পেলে রাকাত হয়ে যায়। আর তাই যদি হয় তাহলে সুরা ফাতেহা সে ব্যক্তি কখন পড়বে? অতএব, সূরা ফাতেহা ইমামের পিছনে মুক্তাদীর পড়া লাগে না, সূরা ফাতেহা শুধু ইমাম পড়লেই হয়ে যায়। আর এই মর্মে তারা ৪ টি হাদীসী দলিলও পেশ করেছেন। প্রথম দলিল বোখারী শরীফ হতে, দ্বিতীয় দলিল আবু দাউদ হতে, তৃতীয় দলিল তালখিস হতে এবং চতুর্থ দলিল দ্বারা কুতনী হতে। এসব হাদীসী দলিলগুলি যে দু'টি মসজিদ বা যে দু'টি এলাকার মুসলিম ভাইগণ আমার প্রচেষ্টায় নতুনভাবে কোরআন ও সহীহ হাদিসের উপর আস্থাশীল হয়েছেন, তাদের অধিকাংশ লোকের মনে ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়া নিয়ে সংশয় সৃষ্টির অপচেষ্টা করা হয়েছে। তাই তাদের এবং আমার হানাফী ভাইদের মনের সংশয় ও বিভ্রান্তি নিরসন কল্পে আমাকে এ বিষয়ে কলম ধরতে হল। আল্লাহ সহায়।

রুকু পেলে রাকাত হবে এই মর্মে পেশকৃত দলিলের জবাব

প্রথম ও প্রধান দলিল

عن ابى بكرة (رض) انه انتهى النبى ﷺ وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف فقال له النبى ﷺ زادك الله حرصا ولا تعد-

অর্থাৎ ঃ আবি বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি একদিন দৌড়ে রুকু করা অবস্থায় কাতারে শামিল হলেন। সালামের পর রাসূল (সঃ) বললেন, আল্লাহ তোমার আগ্রহকে বাড়িয়ে দিন; তুমি পুনরায় এমনটি আর করবে না।

(বোখারী ৫৪ পৃষ্ঠা)।

জবাব ঃ

পাঠকগণ, রুকু পেলে রাকাত হবে এ ব্যাপারে যে কয়টি দলিল তারা পেশ করেন তার মধ্যে এই দলিলটিই হচ্ছে একমাত্র সহীহ। বাকী কয়টির একটিও সহীহ্ নয় এবং মওকুফ যা মারফু হাদীসের মোকাবেলায় দলিলের অযোগ্য। এই জন্য বোখারীর এই হাদীসটি সম্পর্কে অবশ্যই কিছু আলোচনার প্রয়োজন।

বোখারীর এই হাদীস খানা সামনে রেখে মাযহাবী মুফ্তী সাহেবানরা বলতে চান–

(এক) যদি আবি বাকরা (রাঃ) রুকু পেলে রাকাত হওয়াটা না জানতেন তাহলে দৌড়নোর কি প্রয়োজন ছিল?

(দুই) لا تعد "লা-তাউদ" অর্থাৎ পুনরায় এমনটি করবে না। এর অর্থ হচ্ছে রাকাত হয়ে গেছে, পুনরায় আর নামায পড়তে হবে না।

পাঠকগণ, এ দুটি উক্তি তাদের সঠিক নয়, একেবারে ভুল। কারণ ফাতহুল বারী সরাহ সহীহুল বোখারীর এই اذا ركع دون الصف অধ্যায়ের মধ্যে এসেছে,

قال ابن المنير صوب النبى ﷺ فعل ابى بكرة (رض) من الجهة العامة وهى الحرص على ادراك فضيلة الجماعة– وخطاه من الجهة الخاصة–

অর্থাৎ রাসূল (সঃ) একদিকে যেমন আবি বাকরা (রাঃ)-'র জামাতের ফজিলত পাওয়ার حرص আগ্রহ কে উৎসাহিত করেছেন অপর দিক থেকে তার কিছু কাজ কে لا تعد "লা-তাউদ" (পুনরায় করবে না) দ্বারা ভুল বলেছেন।

(দেখুন-ফাতহুল বারী ২য় খন্ড ১৪১ পৃঃ)।

এখন একটু পর্যালোচনা করে দেখা যাক আবি বাকরা (রাঃ) 'র কি ভুল হয়েছিল যার জন্য রাসুল (সঃ) "লাতাউদ" দ্বারা মানা করেছিলেন।

(এক) হাদীসের অর্থে এটাই ফুটে উঠেছে যে, আবি বাকরা (রাঃ) নামাযে দৌড়ে এসে যোগদান করেছিলেন।

সুতরাং ইবনুস সাকানের শব্দগুলি এভাবে এসেছে-

فانطلقت اسعى حتى دخلت فى الصف

অর্থাৎ ঃ- আমি দৌড়ে এসে কাতারে ঢুকে পড়ি।

(দেখুন- মিরআত ২য় খন্ড-৯৭ পৃষ্ঠা)।

আর নামাযে দৌড়ে আসতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং বোখারী মুসলিম ও বুলুগুল মারামের ভিতরে এসেছে।

اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا–

অর্থাৎ ঃ যখন তোমরা একামাত শুনবে তখন নামাযের দিকে অগ্রসর হবে এবং তোমরা ধীর ও শান্তভাবে কাতারে আসবে। এবং দৌড়ে আসবে না।

(দেখুন-বোখারী, মুসলিম ও বুলুগুল মারাম ৪০ পৃষ্ঠা)।

তাহলে আবি বাকারা (রাঃ) যে দৌড়ে কাতারে শামিল হয়েছিলেন এটা তার ভুল ছিল।

(দুই) আর হাদীসের অর্থে এটাও ফুটে উঠেছে যে, কাতারে সামিল হওয়ার আগেই তিনি তাকবিরে তাহ্‌রিমা বলে রুকু করেছিলেন, তারপর ঐ রুকু অবস্থায় চলতে চলতে কাতারে এসে সামিল হয়েছিলেন। যেমন-বোখারীর শব্দগুলি এভাবে-

فركع قبل ان يصل الى الصف

অর্থাৎ ঃ কাতারে পৌছার আগেই রুকু করে-ছিলেন।

আবু দাউদের শব্দগুলি এভাবে-

فركع دون الصف ثم مشى الى الصف

অর্থাৎ ঃ - কাতারের বাহিরে রুকু করলেন, তারপর রুকু অবস্থায় দৌড়ে কাতারে শামিল হলেন। মুসান্নাফে হাম্মাদ বিন সালামার শব্দগুলি এভাবে-

فركع ثم دخل الصف

অর্থাৎ ঃ তিনি রুকু করলেন তারপর কাতারে শামিল হলেন।

(দেখুন - মিরআত ২য় খন্ড ৯৭ পৃষ্ঠা)।

হাদীসের এসব শব্দে বোঝা যায় আবু বাকরা (রাঃ) দৌড়ে এসে কাতারের বাহিরে তাকবিরে তাহরিমা বলে রুকু করেছিলেন এবং ঐ অবস্থায় কাতারে সামিল হয়েছিলেন, আর দৌড়ে এসে কাতারের বাহিরে তাকবীর দিয়ে রুকু করা তারপর ঐ রুকু অবস্থায় কাতারে হেঁটে হেঁটে বা দৌড়ে শামিল হওয়া হাদীসে নিষেধ রয়েছে। সুতরাং তহাবী শরীফে হাসান সনদে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মরফু হাদীসে বর্ণিত -

اذا اتى احدكم الصلاة فلا تركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف-

অর্থাৎ ঃ কেউ নামাযে এলে যতক্ষণ সে কাতারে এসে শরীক না হবে ততক্ষণ

সে যেন (কাতারের বাহিরে) রুকু না করে।

(দেখুন-তহাবীর উদ্বৃত্তি দিয়ে মিরআত ২য় খন্ড ৯৭ পৃষ্ঠা)।

অতএব, আবি বাকরা (রাঃ) থেকে যে সব ভুল হয়েছে রাসূল (সঃ) لا تعد- বলে সেটা মানা করে দিয়েছেন যে ভবিষ্যতে এ রকম (ভুল) আর করবে না। আর সারেহিনে হাদীসগণও দেখুন সেটাই বয়ান করেছেন। সুতরাং হাফেজুদদুনিয়া আল্লামা ইবনে হাযার (রহঃ) তাল্‌খিছের ভিতরে লিখেছেন-

(১) لا تعد "লা-তাউদ"

فقيل نها عن العود الى الاحرام خارج الصف

অর্থাৎ - কাতারের বাহিরে ভবিষ্যতে আর এরকম তাকবির বলবে না।

২। لا تعد "লা তাউদ" الى دخولك فى الصف وانت راكع

অর্থাৎ রুকু অবস্থায় কাতারে ঢোকা এ রকম পুনরায় আর করবে না।

(৩) لا تعد "লা-তাউদ" الى اتيان الصلاة مسرعا

অর্থাৎ ঃ নামাযের দিকে দৌড়ে আসা, এ রকম পুনরায় আর করবে না।

(দেখুন-মিরআত ২য় ৯৭ পৃষ্ঠা)। এরপর لا تعد "লা-তাউদ" সম্পর্কে হাফেজ আল্লামা ইবনে হাযার (রহঃ) আরও লিখেছেন-

لا تعد ضبطناه فى جميع الروايات بفتح اوله وضم العين من العود اى لا تعد الى ما صنعت من السعى الشديد ثم من الركوع دون الصف ثم من المشى الى الصف

অর্থাৎ ঃ لا تعد "লা-তাউদ" শব্দ সমস্ত বর্ণনার মধ্যে ت এর উপর জবর এবং ع- এর উপর পেশ এর সঙ্গে রয়েছে ওটা عود "উদ্" থেকে এসেছে। অর্থাৎ- জোরে দৌড়ান, তার-পর কাতারে শামিল না হয়ে রুকু করা, তারপর ঐ অবস্থায় কাতারের দিকে চলা এটা لا تعد পুনরায় আর করবে না।

(দেখুন-ফাতহুল বারী ২য় খন্ড ৪১২ পৃষ্ঠা)।

এ ব্যাপারে ইমাম যাওযী (রহঃ) বলেন,

لا تعد بفتح التاء وضم العين واسكان الدال من العود اى لا تعد ثانيا مثل ذالك الفعل وهو المشى الى الصف فى الصلاة ويحتمل ان يكون نهاه عن اقتداءه متفردا او يحتمل ان يكون عن ركوعه قبل الوصول الى الصف الظاهر انه نهى عن ذالك كله-

لا تعد অর্থাৎ -ت এর উপর যবর ও ع এর উপর পেষ আর د এর ওপর সাকিন এর সঙ্গে এটা عود "উদ" থেকে এসেছে। অর্থাৎ ঃ - ঐ রকম কাজ' রুকু অবস্থায় চলা - ভবিষ্যতে এ রকম আর করবে না। এবং এটাও হতে পারে যে কাতারের পিছনে একাকী ইকতেদা ভবিষ্যতে এ রকম আর করবে না। এবং এটাও হতে পারে যে কাতারে পৌছার আগে রুকু করা ভবিষ্যতে এ রকম আর করবে না। আর এটাই প্রকাশ্য বোঝা যায় যে রাসুল (সঃ) এই সকল (হাদীসের খেলাফ) কাজ থেকে لا تعد "লা-তাউদ" দ্বারা মানা করেছিলেন।

(দেখুন- মিরআত ২য় খন্ড ৯৮ পৃষ্ঠা)

এ ব্যাপারে মুহাম্মদ বিন ইসমাইল ইয়ামানী (রহঃ) বলেন

والا قرب رواية انه لا تعد من العود اى لا تعد ساعيا الى الدخول قبل وصولك من الصف-

অর্থাৎ ঃ -বর্ণনার দিক থেকে কাছাকাছি হচ্ছে لا تعد 'লা-তাউদ' عود-'উদ' থেকে অর্থাৎ -কাতার পর্যন্ত পৌছার আগে দৌড়ে কাতারে ঢোকা-"লা-তাউদ" এ রকম ভবিষ্যতে আর করবে না।
(দেখুন- সুবুলুস সালাম ২য় খন্ড ৩২ পৃষ্ঠা)।

এ ব্যাপারে মিরআত গ্রন্থের ভিতরে আরো এসেছে-

وقد ابعد من قال ولا تعد بضم التاء وكسر العين من الاعادة اى لا تعد الصلاة التى صليتها وابعد منه من

قال انه باسكان العين وضم الدال من العدواى لا تسرع وكلا هما لم يأت به الرواية-

অর্থাৎ ঃ- যিনি لا تعد "লা-তূঈদ" বলেছেন তিনি বহু দুরের কথা বলেছেন। আর যিনি لا تعد "লা-তা'দু" বলেছেন - তিনিও তার থেকে আরও বহু দূরের কথা বলেছেন। আর এ দু'টির পক্ষে বর্ণনার মধ্যে কোন প্রমাণ নেই। (দেখুন - মিরআত ২য় খন্ড ৯৮ পৃষ্ঠা)।

অতএব, এসব সারেহীনে হাদীসদের আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, রাসূল (সঃ) আবি বাকরা (রাঃ) -কে যে জিনিষ থেকে মানা করেছেন সেটা হচ্ছে যেটা তিনি ভুল করেছিলেন। আর ভুল যেটা তিনি করেছিলেন সেটাও কিন্তু মুফতী সাহেব- হাদীসের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। সুতরাং আবু দাউদের মধ্যে দেখুন রাসুল (সঃ) নামাযের পর বলেছিলেন-

ايكم الذى ركع دون صف ثم مشى الى الصف قال ابوبكرة (رض) انا فقال ﷺ زادك الله حرصا ولا تعد

অর্থাৎ ঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কাতারে পৌছার আগে কাতারের বাহিরে রুকু করেছে? এবং সেই রুকু অবস্থায় চলতে চলতে কাতারে ঢুকেছে? আবি বাকরা (রাঃ) বললেন আমি। তখন রাসুল (সঃ) আবি বাকরা (রাঃ) কে বললেন। আল্লাহ তোমার আগ্রহকে (ইবাদাতের প্রতি) বাড়িয়ে দিন তুমি পুনরায় এ রকম (কাতারের বাইরে রুকু করা এবং ঐ অবস্থায় চলতে চলতে কাতারে ঢোকা) আর করবে না।(আবু দাউদ ১ম খন্ড ৯৯ পৃঃ।বাংলা ই:ফা: ৩৭৩ পৃঃ । হাদীস নং ৬৮৪)।

এখন বাকি থাকল ঐ রাকাতটি তার হয়েছে কি না। তো বোখারী শরীফের ঐ বর্ণনাটির মধ্যে সেটা উল্লেখ তো দূরের কথা-ইশারা পর্যন্তও কোন শব্দ ইবারাতের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই জন্য আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বোখারীর এই বর্ণনাটি সম্পর্কে লিখেছেন-

فليس فيه ما يدل على ماذهبوا اليه لانه كما لم يأمره بالاعادة لم ينقل الينا انه اعتدبها-

অর্থাৎ ঃ - (বোখারীর) এই বর্ণনাটির ভিতরে তাদের (আপনাদের) জন্য কোন দলিল নেই। কেননা, যেখানে রাকাত ফিরে পড়ার যেমন সেখানে কোন স্পষ্ট হুকুম নেই তেমনই সেখানে রাকাত গণ্য করারও কথা নেই।

এবার মুফ্তী সাহেব এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত শুনুন। অন্যান্য হাদীসের কিতাবে আবি বাক্‌রা (রাঃ) 'র এই হাদীসের শেষে দেখুন রাসুল (সঃ) এর স্পষ্ট হুকুম রয়েছে আবু বাকরা (রাঃ) 'র জন্য যে, واقض ما سبقك অর্থাৎ এরকম আর করবে না, তোমার যেটা ছুটে গেছে ওটা পরে কাযা করে নাও-

(দেখুন- তাবারানীর উদ্বৃত্তি দিয়ে মিরআত ২য় খন্ড ৯৮ পৃষ্ঠা।

যুয বোখারী ২২ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে আবি বাকরা (রাঃ) 'র রুকুতে এসে পাওয়া রাকাত, হয়নি বলে রাসূল (সঃ) আবি বাকরা (রাঃ)-কে বললেন واقض ما سبقك তোমার যেটা ছুটে গেছে ওটা পড়ে নাও।

এরপরও যদি لا تعد "লা-তু'ঈদ" পড়া হয় তাহলে তার অর্থ দাঁড়াবে তুমি যা যা করেছ যেমন-

(১) নামাযে দৌড়ে এসে শরীক হয়েছ (২) কাতারের পিছনে একাকী তাকবির দিয়ে রুকু করেছে, (৩) রুকু অবস্থায় চলেছ- এ সব কাজগুলি لا تعد "লা-তু'ঈদ" ভবিষ্যতে আর এ রকম করবে না। কিন্তু নামায আর ফিরে পড়তে হবে না এটা কোথা থেকে আবিস্কার করা হল তার কোন প্রমাণ মুফ্তী সাহেব আছে কি? আর আমরা যেটা বলছি সেটা সহীহ হাদীস থেকে দেখুন তা প্রমাণ করে দিয়েছি।

অতএব, মুফ্তী সাহেব বোখারী শরীফের এই সহীহ্ হাদীস খানা আপনারা মাযহাবী মাসয়ালার পক্ষে আনার জন্য যথেষ্ট ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন এই জন্য যে, বোখারী থেকে এ হাদীস প্রমাণ করতে পারলে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার শত শত দলিল হয়তো হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু তা আপনারা পারলেন না। ইন্‌শাল্লাহ পারবেনও না। পরিশেষে আপনাদের শতর্ক করে বলতে চাই, বোখারী শরীফের বাহানা দেখিয়ে রুকুর অযুহাত দেখিয়ে সূরা ফাতেহা বিহীন নামায নিয়ে পরপারে পাড়ী দিলে ব্যর্থ হওয়ার আশংকাই রয়েছে!

এবার আসুন আপনাদের আর একটি দলিল সম্পর্কে আলোচনা করা যাক-

২য় দলিল ঃ

عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله ﷺ اذا جئتم الى الصلاة و نحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيأ ومن ادرک الركعة فقد ادرک الصلاة-

অর্থাৎ ঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, যখন সেজদা অবস্থায় এসে মিলবে তখন ঐ রাকাতকে রাকাত বলে গণ্য করবে না। আর যে ব্যক্তি রাকাত (রূকু) অবস্থায় এসে মিলবে সে নামায পেয়ে গেল। (আবু দাউদ, দারা কুতনী)।

মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেব ও বিশ্বনবী (সঃ) -এর নামাযই হানাফী মাযহাবের নামায নামক বই এর ৮১ পৃষ্ঠায়ও হাদীসটি এনেছেন।

জবাব ঃ

এই হাদীস থেকে রুকুতে শরীক হওয়া ব্যক্তির রাকাত ধরে নেওয়ার দলিল গ্রহণ করাটা কয়েকটি কারণের জন্য ভুল।

(১) এ হাদীস সনদের দিক দিয়ে একেবারে দুর্বল। এই জন্য এ হাদীস দলিলের অযোগ্য। এই হাদীসের সনদে ইহাইয়া বিন সোলায়মান আছে যার সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রহঃ) বলেন- منكر الحديث ইমাম আবু হাতেম বলেন-

يكتب حديثه ليس هو بالقوى

(২) ইয়াইয়া এ হাদীস জায়েদ এবং ইব্নুল মাকবেরী (রহঃ) থেকে শোনেন নি। সুতরাং সনদ "মুনকাতে" হওয়ার কারণে দলিলের অযোগ্য।

(৩) এই হাদীসের বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা (রাঃ) এর নিজের ফতোয়া এ হাদীসের বিপক্ষে। তিনি বলেন -

لا يجزيک الا ان تدرک الامام قائما قبل الركوع

অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত ইমামকে দাঁড়ান অবস্থায় রুকুর আগে না পাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার রাকাত হবে না। (দেখন যুয বোখারী ৭০ পৃষ্ঠা)।

(৪) এই হাদীসে দেখুন রাকাত শব্দ এসেছে, রুকু নয়। আর কেয়াম, রুকু, সেজদা ও তার মধ্যে যা কিছু করা হয় তার সমষ্টিগত নাম হচ্ছে রাকাত। এটাই হচ্ছে হাকিকতে শরঈ অর্থ। আর রাকাতের অর্থ শুধু রুকু নেওয়া এটা হচ্ছে 'মাযাযী' অর্থ। আর হাকিকতে শরঈ অর্থ থাকতে 'মাযাযী' অর্থ নেওয়া সমস্ত উসুলের দৃষ্টিতে ভুল। সুতরাং আউনুল মা'বুদ গ্রন্থে এসে -

لان الركعة حقيقية لجميعها (من القيام والركوع والسجود وغير ذالک) واطلاقها على الركوع..... (الخ)

অর্থাৎ ঃ হাকিকতে রাকাত হল কেয়াম, রুকু, সেজদা এবং এর মধ্যবর্তী যা কিছু আছে, তামাম জিনিষের সমষ্টিগত নামই হচ্ছে রাকাত। আর রাকাতকে শুধু রুকুর উপর নির্ভর করা, এটা 'মাযাযী'। আর বিনা প্রমানে মাযাযী অর্থ নেওয়া যেতে পারে না। আর হাকিকত অর্থ ব্যবহার না করার এখানে কোন কারণ ও মওযুদ নেই। সুতরাং এখানে কোন দলিল নেই যে রুকু পাওয়া ব্যক্তির রাকাত হয়ে যাবে।

তার পরের কথা হচ্ছে রুকু পেলে যদি রাকাত ধরা হয়- তাহলে শরঈ অর্থ থাকতে দু'টি মাযাযী অর্থ পছন্দ করে নিতে হয় দলিল ছাড়া। (এক) রাকাতের অর্থ করতে হয় রুকু। (দ্বিতীয়) নামাযের অর্থ করতে হয় রাকাত। কারণ এই অর্থ করা ছাড়া এটা মুফতী সাহেব পক্ষে আনা সম্ভব নয়। কেননা রুকুতে শরীক হলে পুরা রাকাত হওয়ার কেউই পক্ষপাতী নয়।

(দেখুন- আউনুল মাবুদ ১ম খন্ড ৩৩২ পৃষ্ঠা)।

(৫) এই হাদীসের আসল তাৎপর্য হচ্ছে যদি কোন লোক কোন অনিবার্য বিশেষ কারণে (যেমন কাফের মুসলমান হওয়া, না বালেক বালেগ হওয়া, নাপাক মহিলা পাক হওয়া ইত্যাদি) শুধু এক রাকাত পাওয়ার সময়টা যদি পায় তাহলে দ্বিতীয় রাকাত পরে পড়ে নিলে নামায হয়ে যাবে। এটা জমহুরে মুহাদ্দেসিনের মত। (দেখুন মিরআত ২য় খন্ড ৪১ পৃষ্ঠা)।

(৬) অনেক মুহাদ্দেসিনের অভিমত হচ্ছে এর অর্থ- যে ব্যক্তি এক রাকাত জামাতের সঙ্গে পেল সে পুরা নামাযের জামাতের ছওয়াব পেয়ে গেল।

(৭) নাসাঈ শরীফের বর্ণনায় এসেছে -

من ادرک رکعة من الصلاة فقد ادرک الصلاة کلها الا انه یقضی مافاته-

অর্থাৎ ঃ যে ব্যক্তি নামাযে এক রাকাত পেয়ে গেল সে ব্যক্তি পুরা নামায পেয়ে গেল। কিন্তু যেটা রয়ে গেল সেটা পরে পুরণ করে নেবে, অর্থাৎ যে কেয়াম এবং ক্বেরাত রয়ে গেছে ওটা পরে পূরণ করে নিতে হবে। অতএব ও হাদীস দলিলের অযোগ্য।

তৃতীয় দলিল

عن ابى هريرة (رض) ان رسول الله ﷺ قال من ادرک ركعة مع الامام قبل ان يقيم صلبه فقد ادركها-

অর্থাৎ ঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূল (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের মাথা উঁচু করার পূর্বে রুকুতে পেয়ে যায় তার রাকাত হয়ে যাবে। (তালখিস)।

জবাব

এই হাদীস খানা রুকু পাওয়া ব্যক্তির রাকাত হবে- এটা কয়েকটি কারণের জন্য সঠিক নয়।

(১) এই হাদীস খানার বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া বিন হুমাঈদ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রহঃ) বলেন-

واما يحيى بن حميد فمجهول لا يعتمد على حديثه غير معروف بصحة خبره مرفوع وليس هاذا مما يحتج به اهل العلم-

অর্থাৎ ঃ ইয়াহইয়া বিন হুমাঈদ অপরিচিত লোক। তার হাদীসের উপরে ভরসা করা যায় না। আর মারফু হিসাবে তার হাদীস সঠিক নয়। আর এ বর্ণনাকারী আহ্‌লে ইলমদের নিকট দলিলের অযোগ্য। আর দারা কুতনী ও তাকে যঈফ বলেছেন- (দেখুন মিযান ৩য় খন্ড ২৮৫ পৃষ্ঠা)।

(২) এই হাদীসের সনদে অন্যতম বর্ণনাকারী কুররাতা ইবনে আব্দুর রহমান ও যঈফ।

قال الجوزى سمعت احمد يقول منكر الحديث جدا وقال يحيى ضعيف الحديث وقال ابو حاتم ليس بقوى

অর্থাৎ ঃ ইমাম জাওযী (রহঃ) বলেন, আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের কাছে শুনেছি। তিনি মুনকারুল হাদীস এবং ইমাম ইয়াহইয়া বলেন, তিনি হাদীসের

ক্ষেত্রে দুর্বল। ইমাম আবু হাতেম বলেন, তিনি মজবুত বর্ণনাকারী নন।

(দেখুন মিযান ৩য় খন্ড ৩৪৩ পৃঃ)

(৩) قبل ان يقيم الامام صلبه হাদীসের এই শব্দগুলি ইয়াহিয়াবিন হুমায়েদ ছাড়া তার সাথীদের মধ্যে আর কেউই আনেন নাই।

(দেখুন মিরআত ২য় খন্ড ৯৭ পৃষ্ঠা)।

ইমাম বোখারী (রহঃ) বলেন-

هو خير مستفيض عند اهل العلم بالحجاز وغيرها وقوله قبل ان يقيم صلبه لا معنى له ولا وجه لزيادة-

অর্থাৎ ঃ আর এটা হল খব্‌রে মুস্তাফিজ- ইরাক ও অন্যান্য স্থানের আহলে ইলমদের নিকট। আর তার কথা, ইমাম তার পিঠকে দাঁড় করাবে, ওর কোন অর্থ নেই। আর অতিরিক্ত বর্ণনার জন্য কোন ব্যাখ্যাও নেই।

(দেখুন যুয বোখারী ৯৯ পৃষ্ঠা)।

অতএব, এ স্বকপোল কল্পিত অতিরিক্ত কথা কি ভাবে মেনে নেওয়া যেতে পারে। তাই, এ হাদীসও দলিলের অযোগ্য।

চতুর্থ দলিল

عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله ﷺ من ادرک من الركعة الاخرة فى يوم الجمعة فليضف اليها اخرى

অর্থাৎ ঃ -আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যে রাসুল (সাঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি জুমার নামাযের শেষ রাকাত পাবে। সে যেন আর এক রাকাত পড়ে নেয়। (দেখুন - দারাকুতনী ১৬৭ পৃষ্ঠা, দিল্লী ছাপা)।

জবাব

এ বর্ণনাও যঈফ হওয়ার কারণে দলিলের অযোগ্য। সুতরাং মিরআত ও মিযান গ্রন্থের ভিতরে এসেছে।

ان هذه الرواية ايضا ضعيفة فان فيها سليمان بن ابى داود الحرانى ضعفه ابوحاتم وقال البخارى منكر الحديث وقال ابن حبان لا يحتج به-

অর্থাৎ ঃ নিশ্চয় এ বর্ণনাটিও যঈফ। কেননা তার ভিতরে সুলায়মান বিন আবি

দাউদ আল-হাররানী রয়েছে। ইমাম আবু হাতেম বলেন, সে দুর্বল বর্ণনা কারী, ইমাম বোখারী (রহঃ) বলেন, সে منكر الحديث ইবনে হিব্বান বলেন তার হাদীস দলিলের অযোগ্য। (দেখুন- মিযান ১ম খন্ড ৪১৪ পৃষ্ঠা)।

এ হাদীস সম্পর্কে আল্লামা শাওকানী বলেন,

وقد ورد حديث من ادرک رکعة من صلاة الجمعة بالفاظ لا تخلوطرقها عن مقال حتى قال ابن ابى حاتم فى العلل عن ابيه - لا اصل لهذا الحديث-

অর্থাৎ ঃ من ادرک رکعة من صلاة الجمعة এ হাদীস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু একটি সূত্রও যঈফ থেকে খালি নেই। বরং আবু হাতেম ইলালের মধ্যে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, এই হাদীসের কোন ভিত্তি নেই। তারপর এই হাদীস খাস করে জুমার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এটা জুমার জন্য খাস। সাধারণ নামাযের জন্য এটা প্রযোজ্য নয়।

(দেখুন নাইলুল আওতার ২য় খন্ড ২২৭ পৃঃ)।

এ সকল দলিলের ওপর ভিত্তি করে বোঝা যায় রুকু পেলে রাকাত হবে এর কোন মজবুত দলিল নেই।

এবার আসুন মুফতি সাহেবানরা রুকু পেলে রাকাত হয় না-তার প্রমান স্বরূপ ২৯টি দলিল নিন-

সূরা ফাতেহার এক নাম নামায। (মুসলিম ১ম খন্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা)।যেমন- রাসূল (সঃ) বলেছেন, হজ্জ হচ্ছে আরাফাত। (তানবীরুল হাওয়ালিক, ১ম খন্ড ১০৬ পৃষ্ঠা)।অর্থাৎ-আরাফাত অবস্থান ব্যতীত কারুর হজ্জ হয় না। এই জন্য হজ্জকে আরাফাত বলা হয়েছে। তদ্রূপ সূরা ফাতেহা ছাড়া কারুর কোন নামায হয় না বলে সূরা ফাতেহাকে নামায বলা হয়েছে।

আল্লামা আল-কেমী (রহঃ) বলেন, যেমন- কোন গায়ের আরব সূরা ফাতেহার জায়গায় যদি শুধু তরজমা পড়ে তবুও যেমন নামায হবে না তেমন সূরা ফাতেহার জায়গায় অন্য সূরা পড়লেও নামায হবে না। সূরা ফাতেহা পড়তেই হবে। কারণ সূরা ফাতেহা ছাড়া নামায হয় না। তাই সে নামায ফরয হোক, সুন্নত হোক আর নফল হোক। আর সে নামাযী ইমাম হোক, মুকতাদী হোক

আর মুনফারিদ হোক। আর সে নামায জোরের হোক বা আস্তের হোক, পুরুষ হোক বা মহিলা হোক, মুসাফের হোক, মুকীম হোক বা বাচ্চা হোক। আর সে নামায দাঁড়িয়ে পড়ুক, বসে পড়ুক বা শুয়ে পড়ুক। আর সে নামায ভয়ের মধ্যে পড়ুক বা নির্ভয়ে পড়ুক সবার জন্য সমান। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈসহ জমহুরে সাহাবী, তাবেঈ এবং পরবর্তী উলামায়ে কেরামদেরও এই মাযহাব। (দেখুন তাহকীকুল কালাম ১ম খন্ড ৪৪ পৃষ্ঠা)।

ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা ছাড়া মুকতাদীর কোন নামায হয় না- এ ব্যাপারে আমি রাসূল (সঃ) এর সহীহ্ হাদীস থেকে শুরু করে সাহাবা, তাবিঈ, তাবে-তাবেঈ, আইম্মায়ে সালাসা জমহুরে সাল্‌ফ ও খল্‌ফ, এমনকি ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মুহাম্মদ ও ফুকাহা ও উলামায়ে আহনাফ, মাশায়েখে হানাফিয়া, আউলিয়ায়ে কেরাম ও জামাতে সুফিয়াদের থেকে এবং উপ-মহাদেশের খ্যাতনামা হানাফী দেওবন্দী পন্ডিতদের অভিমত সহ ২১২ (দুইশত বার) টি দলিল আমার লেখা **"ইমামের পিছনে সূরা ফাহেতা পড়ার দলিল আকাশের নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল"** নামক বইয়ের মধ্যে এনেছি। (এই তথ্যবহুল বইটি এক নজরে দেখার অনুরোধ রইল।) বইটির ভিতরে যে সমস্ত দলিলাদি আমি এনেছি সেগুলি আ'ম (অর্থাৎ যে কোন মুক্তাদী)– হওয়ার কারণে সে সব দলিলগুলি রুকু পাওয়া ব্যক্তির জন্যও কিন্তু প্রযোজ্য হবে। কারণ ইমামকে রুকুতে পাওয়া ব্যক্তি কিন্তু خلف الامام- ইমামের পিছনে নামায পড়া ব্যক্তি। অর্থাৎ মুক্তাদী। আর ইমামের পিছনে যারা নামায পড়বেন তাদের সম্পর্কে রাসূল (সঃ) এর প্রকাশ্য ও স্পষ্ট ঘোষণা-

দলিল নং-১

لا صلاة لمن لم يقرأء بفاتحة الكتاب خلف الامام

অর্থাৎ ঃ যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়বে না তার নামায হবে না। (দেখুন - কেতাবুল কেরাত বায়হাকী ৪৭ পৃষ্ঠা)।

দলিল নং ২

قال رسول الله ﷺ من صل خلف امام فليقرأ بفاتحة الكتاب–

অর্থাৎ ঃ রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায পড়বে সে যেন সূরা ফাতেহা পড়ে।

(জামেউস্ সগির ১ম খন্ড ১৪৯ পৃষ্ঠা)।

উপরের দুটি হাদীসের প্রকাশ্য দলিল যে, ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠ ব্যতীত মুক্তাদীর নামায হয় না। অপরদিকে ইমামকে রুকুতে পাওয়া মুক্তাদীর রাকাত হয়ে যাবে তা কোন সহীহ হাদীস দারা এই হাদীস থেকে পৃথক করা হয় নাই।

অতএব ইমামকে রুকুতে পাওয়া ব্যক্তিরও সূরা ফাতেহা পাঠ ব্যতীত রাকাত হবে না।

এ ব্যাপারে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীস,

দলিল নং-৩

عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله ﷺ ما ادركتم فصلوا وما فأتكم فاتموا

অর্থাৎ ঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রসুল (সঃ) বলেছেন - ইমামের সঙ্গে যতটুকু পাবে সেটুকু পড়ে নাও, এবং যেটা বাকি থাকে সেটা ইমামের সালাম ফিরানোর পর পড়ে নাও।

(দেখুন - বোখারী ১ম খন্ড ৮৮ পৃষ্ঠা। মুসলিম ১ম খন্ড ২২০ পৃষ্ঠা। যুয বোখারী ২২ পৃষ্ঠা)।

পাঠকবৃন্দ ঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) এই সহীহ হাদীস খানা ইমাম কে রুকু তে পাওয়া ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য কিনা তা আমি নিজে কিছু না বলে হাদীস সম্রাটগণ হাদীস খানাকে সামনে রেখে কে কি বলেছেন সেটা দেখা যাকঃ তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে হাদীস খানা রুকু পাওয়া ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য কি না।

আবু হুরায়রা (রাঃ) এর এই হাদীস খানা থেকে হাদীস সম্রাটগণ দলিল গ্রহন করেছেন যে, রুকু পাওয়া ব্যক্তির ছুটে যাওয়া রাকাত কে আবার ফিরে পড়তে হবে।

তাই হাদীস খানা সামনে রেখে মির'আত গ্রন্থের ভিতরে লেখা হয়েছে-

দলিল নং-৪

واستدل بالحديث على ان مدرك الركوع لا يعتد بتلك الركعة للامر باتمام ما فاته لانه فاته القيام

والقراءة فيه- وهو قول ابى هريرة (رض) وجماعة بل حكاه البخارى (رح) فى القراءة خلف الامام عن كل من ذهب الى وجوب القراة خلف الامام- واختاره ابن خزيمة وابو بكر الضبعى وغيرهما من محدثى الشافعية وقواه الشيخ تقى الدين السبكى من المتأخرين-

অর্থাৎ ঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) এর এই হাদীস্ দারা দলিল গ্রহণ করা হযেছে যে, রুকু পাওয়া ব্যক্তি যেন ঐ রাকাত কে রাকাত বলে গণ্য না করে। কেননা এই হাদীসে যেটা ছুটে গেছে ওটা পড়ে নেওয়ার হুকুম রয়েছে। আর রুকু পাওয়া ব্যক্তির থেকে কেয়াম এবং কেরাত দুটি রোকন ছুটে গেছে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ও একটি জামাতের কথা এটাই। ইমাম বোখারী (রহঃ) এ কথা ঐ ব্যক্তির জন্য নসিহাত করেছেন যিনি ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়া ওয়াযেব জানেন। ইমাম ইবনে খুয়ায়মাহ, ইমাম আবু বাকার যবয়ী আরও অন্যান্য মুহাদ্দেসিনে শা'ফীঈ এবং তকিউদ্দিন সুব্‌কি ও এটাই পছন্দ করেছেন। (দেখুন- মির'আত ১ম খন্ড ৪৪৯ পৃষ্ঠা)।

আবু হুরায়রা (রাঃ) এর এই হাদীস খানা সামনে রেখে আমীরুল মু'মিনিল ফিল হাদীস ইমাম বোখারী (রহঃ) বলেন-

দলিল নং- ৫

فمن فاته فرض القرا ءة والقيام فعليه اتمامه كما امر النبى ﷺ

অর্থাৎ ঃ যে ব্যক্তির দুটি ফরজ কেয়াম এবং কেরাত ছুটে গেছে রসুল (সঃ) এর হুকুম অনুযায়ী সে ব্যক্তির কেয়াম এবং কেরাত পরে পূরণ করে নেওয়া ওয়াযিব। (দেখুন যুয্ বোখারী ২০ পৃষ্ঠা। (কেতাবুল কেরাত বায়হাকী ১৫৭ পৃষ্ঠা)।

আবু হুরায়রা (রাঃ) এর এই হাদীস খানাকে সামনে রেখে আল্লামা যুরকানী বলেন।

দলিল নং- ৬

واستدل به ايضا على ان من ادرک الامام راکعا تحسبه له تلک الرکعه للامر باتمام مافأته وقد فاته الوقوف القراءة فيه وهو قول ابى هريرة (رض) وجماعة واختاره ابن خزيمة وغيره وقواه التقى الدين سبقى-

অর্থাৎ ঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) এর এই হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ইমামকে রুকু অবস্থায় পেয়েছে তার রাকাত হয় নাই। কেননা তার ছুটে যাওয়াকে পরে পূরণ করে নেওয়ার হুকুম হয়েছে। আর তার থেকে কেয়াম এবং কেরাত (দুটি ফরয) ছুটে গেছে সুতরাং তার এ রাকাত হয়নি। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এবং এক জামাতের কথা এটাই। আর একথা পছন্দ করেছেন ইমাম ইবনে খুয়ায়মাহ ও আরও অনেকে। ইমাম তকিউদ্দিন সুবকীরও এই সিদ্ধান্ত। (দেখুন যুরকানী ১ম খন্ড ১৪১ পৃষ্ঠা)।

দলিল নং ৭

قال ابن حزم فى المحلى لا بد فى الاعتداد بالركعة من ادرک القيام والقراءة بحديث ما ادرکتم فصلوا وما فاتكم فأتموا

অর্থাৎ ঃ আল্লামা ইবনে হযম 'মুহাল্লা' গ্রন্থের ভিতরে লিখেছেন,

ماادرکتم فصلو وما فأتكم فاتموا অর্থাৎ ইমামের সঙ্গে যেটা পাবে সেটা পড়ে নাও আর যেটা বাকি থাকে সেটা ইমামের সালাম ফিরানর পরে পড়ে নাও, আবু হুবায়রা (রাঃ) এর এই হাদীসের দৃষ্টিতে রাকাত গণ্য করার জন্য কেয়াম এবং কেরাত পাওয়া জরুরী।

(দেখুন মুহাল্লার উদ্ধতি দিযে -(নাইলুল আওতার ২য় খন্ড ২২৭-২২৮ পৃষ্ঠা)।

হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, হযরত আনাস ও হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন।

দলিল নং-৮

اذا اتيتم الصلاة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فمن فاته فرض القراءة والقيام فعليه اتمامه كما امر النبى ﷺ

অর্থাৎ ঃ যখন তোমরা নামাযে আসবে তখন যা পাবে সেটা পড়ে নেবে এবং যা ছুটে যাবে সেটা পূর্ণ করে নেবে। অতঃপর যার থেকে ফরয কেয়াম এবং কেরাত ছুটে গেছে তার ওয়াযেব হল সেটা পূর্ণ করে নেওয়া, যেমন ভাবে নবী (সঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। (দেখুন যুয্ বোখারী ৮০ পৃঃ)।

এই হাদীসকে সামনে রেখে আল্লামা ডঃ আসাদুল্লাহ আলগালীব লিখেছেন, ইমামের পিছনে কেবল রুকু পেলে রাকাত পাওয়া হবে না। বরং উভয় হাদীসের উপর আমলের জন্য মুক্তাদীকে কেয়াম সহ কেরাতে ফাতেহা ও রুকু দুটিই পেতে হবে। (দেখুন সলাতুর রসুল ৩৮ পৃষ্ঠা)।

দলিল নং - ৯

عن ابى بكرة (رض) ان النبى ﷺ صلى صلاة الصبح فسمع نفسا شديدا او جهرا من خلفه فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة قال لابى بكرة (رض) انت صاحب هذا النفس قال نعم جعلنى الله فداك خشيت ان تفوتنى ركعة معك فاسوعة المشى قال رسول الله ﷺ زادك الله حرصا ولا تعد صل ما ادركت واقض ما سبق-

অর্থাৎ ঃ হযরত আবি বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একদিন নবী (সঃ) ফজরের নামায পড়ানর সময় পিছন থেকে লম্বা লম্বা শ্বাস ও হাঁপানির শব্দ শুনলেন। নামায শেষে রাসুল (সঃ) (আবি বাক্‌রা (রাঃ) কে) বললেন, আবি বাকরা তুমি কি হাফাচ্ছিলে? আবি বাক্‌রা (রাঃ) বললেন, জি হ্যাঁ, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন আমি ভয় পাচ্ছিলাম আপনার সঙ্গে এক রাকাত ছুটে যায় নাকি। এই জন্য আমি খুব তাড়াহুড়া করে নামাযে এসে শরীক হয়েছি। রাসুল (সঃ) বললেন আল্লাহ তোমার উৎসাহকে বাড়িয়ে দিন পুনরায় এ রকম আর করবে না। নামায পড় যেটা পাবে, আর পূর্ণ করে নাও যেটা ছুটে গেছে।

(দেখুন - মির'আত ২য় খন্ড ৯৮ পৃষ্ঠা)।

(যুয বোখারী ২২ পৃষ্ঠা)

কেরাত (ফাতেহা) নামাযের এমন রোকন যে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) ও আয়শা (রাঃ) বলেন,

দলিল নং-১০

وقال ابو سعيد وعائشة (رض) لا يركع احدكم حتى يقرأء بام القران

অর্থাৎ ঃ আবু সাঈদ খুদরী ও আয়শা (রাঃ) বলেছেন, সূরা ফাতেহা না পড়ে কেউ যেন রুকু না করে। (অর্থাৎ কেরাত ছাড়া শুধু রুকু পেলে যেন রাকাত গণ্য না করে) (দেখুন যুয্ বোখারী ১৪ পৃষ্ঠা)।

কেয়াম ও নামাযের এমন রোকন যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

দলিল নং-১১

الاعرض قال سمعت اباهريرة (رض) يقول لا يجزيک الا ان تدرک الامام قائما قبل ان يركع

অর্থাৎ ঃ আ'রাজ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, যতক্ষণ তুমি ইমামকে রুকুর আগে দাঁড়ান অবস্থায় না পাবে ততক্ষণ তোমার ঐ রাকাত হবে না।

ইমাম বোখারী যুয্উল কেরাতের ৪ ও ১৭ পৃষ্ঠায় এই হাদীসটি এনেছেন।

এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে হযম মুহাল্লার ভিতরে লিখেছেন,

দলিল নং -১২

فان جاء ولامام راكع فليركع معه ولا يعتد بتلک الركعة لانه لم يدرک القيام والقراءة ولكن يقضيها اذا سلم الامام-

অর্থাৎ ঃ যদি নামাযী আসে এবং ইমাম রুকুতে থাকে তাহলে নামাযী ইমামের সঙ্গে রুকু করবে কিন্তু সেটাকে রাকাত বলে গণ্য করবে না। কেন না সে ব্যক্তি কেয়াম এবং কেরাত পায়নি। কিন্তু যখন ইমাম সালাম ফিরাবেন তখন ঐ রাকাতটিকে কাযা করে নিবে। (দেখুন আল্ মুহাল্লা, ইবনে হযম ২৪৩ পৃষ্ঠা)।

এ ব্যাপারে ইমাম বায়হাকী কেতাবুল কেরাতের ভিতরে লিখেছেন-

দলিল নং-১৩

سمعت ابا عبد الله الحافظ (رح) يقول سمعت السيخ ابا بكر احمد بن اسحاق بن ايوب الضبعى يفتى فى ذالك بانه لا يصير مدركا للركعت بادراك الركوع-

অর্থাৎ ঃ আমি হাফেজ আবু আব্দুল্লাহ থেকে শুনেছি। তিনি বলতেন, আমিতো শায়খ আবু বাকার আহ্মাদ বিন ইসহাক বিন আইয়ুব আযযবয়ী (রহঃ)কে ফতোয়া দিতে নিজে কানে শুনেছি যে রুকু পাওয়া ব্যক্তির রাকাত হতে পারে না। (দেখুন - কেতাবুল কেরাত বায়হাকী ১৫৭ পৃষ্ঠা)।

বহু আহ্লে ইল্ম বহু মস্লা রুজু করেছেন (ফিরিয়ে নিয়েছেন) আল্লামা শাওকানী (রহঃ) প্রথমেত রুকু পেলে রাকাত হয় এর সমর্থন করতেন; কিন্তু তাহ্কিক করার পর বুঝেছেন যে রুক পেলে রাকাত হয় না।

দলিল নং - ১৪

সুতারং - ইমাম শাওকানী মেনে নিয়েছেন যে রুকু পেলে রাকাত হয় না।

(দেখুন- নাইলুল আওতার ২য় খন্ড ২২৫ পৃষ্ঠা)।

এবার আসুন, রুকু পেলে রাকাত হয় না এ মস্লা জমহুরে মুহাদ্দেসিনের মসলা তার প্রমান, ইমাম বোখারী বলেন-

দলিল নং-১৫

انه ذهب الى ذالك كل من ذهب الى وجوب القرأءة خلف الامام..... (الخ)

অর্থাৎ ঃ রুকু পেলে রাকাত হয় না এটা ঐ ব্যক্তির মাযহাব যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাড়া জরুরী মনে করেন। জমহুরে মুহাদ্দেসিন ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ার পক্ষপাতী। তাই রুকু পেলে রাকাত হবে না এটা হচ্ছে জমহুরে মুহাদ্দেসিনের মস্লা। (দেখুন যুয্ বোখারী ৯ পৃষ্ঠা)।

[কেউ কেউ আবার মনে করেন যে, রাসুল (সঃ) তার উম্মতদের জন্য কিছু কিছু ছাড় দিয়েছেন। হ্যাঁ, সেটা হতে পারে, তবে তার জন্য স্পষ্ট দলিল থাকতে হবে। যেমন- রাসূল (সঃ) তিন দিন তারাবির জামাত করার পর উম্মতদের উপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকায় তা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কেননা ফরয হলে

আমার উম্মতদের কষ্ট হবে তাই তিনি বলেছিলেন আমার পিছে নয়, তোমরা পড়।]

এ ব্যাপারে আল্লামা সালেহ বিন মাহ্দী আল মাকবেলী (রহঃ) বলেন-

দলিল নং-১৬

قد بحثت هذه المسئلة واحطتها فى جميع بحثى فقها وحديثا فلم احصل منها على غير ماذكرت يعنى من عدم الاعتداد بادراك الركوع فقط-

অর্থাৎ ঃ ফেকাহ এবং হাদীসের দৃষ্টিতে তামাম দলিল আদিল্লা সামনে রেখে আলোচনা পর্যালোচনা করে আমি এটা ছাড়া আর কিছুই পাই নাই যে, রুকু পেলে রাকাত হয় না। (দেখুন নাইলুল আওতার ২য় খন্ড ২২৭ পৃষ্ঠা)।

এ ব্যাপারে আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মোবারকপুরী আল্লামা মাকবেলী (রহঃ) এর কথা পুনরাবৃত্তি করতে যেয়ে বলেন-

দলিল নং -১৭

وهو القول الراجع عندى فلا يكون مدرك الركوع مدركا للركعة لما فاته من القيام وقراءة الفاتحة الكتاب وهما من فروض الصلاة واركانها-

অর্থাৎ ঃ আমার নিকট আল্লামা মাকবেলী (রহঃ) এর কথা বেশি গ্রহণযোগ্য যে, রুকু পেলে রাকাত পাবে না। কেননা তার থেকে কেয়াম এবং কেরাত ফাতেহা পড়া ছুটে গেছে। এ দুটি জিনিষ ফরয এবং নামাযের রোকন।
(দেখুন মির'আত ২য় খন্ড ৯৮ পৃষ্ঠা)।

এ ব্যাপারে উপমহাদেশের একজন খ্যাতনামা পন্ডিত আল্লামা নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভুপালী (রহঃ)।

দলিল নং- ১৮

الحق عدم الاعتداد بها بمجرد ادراك ركوعها من دون قراءة الفاتحة-

অর্থাৎ ঃ হক্ক কথা এই যে, সূরা ফাতেহা ব্যতিত সুধু রুকু পেলে রাকাত হয় না।

(দেখুন-আর রওযাতুন নাদিয়া ১ম খন্ড ১২৬ পৃষ্ঠা)।

এ ব্যাপারে উপ-মহাদেশের আর একজন খ্যাতনামা পন্ডিত আল্লামা সৈয়দ নযির হোসেন মুহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ)।

দলিল নং-১৯

مدرک رکوع مدرک رکعت نهی هوتی اسلئي که هر رکعت مین سورة فاتحة یرنا فرض هیی

অর্থাৎ ঃ রুকু পেলে রাকাত হয় না। কেননা প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়া ফরয। (দেখুন - ফতোয়ায়ে নযীরিয়া ২য় খন্ড ২৮৬ পৃষ্ঠা)।

এ ব্যাপারে আল্লামা শামছুল হক মুহাদ্দেস আযিম আবাদী (রহঃ)

দলিল নং-২০

রুকু পেলে রাকাত হয় না।

(দেখুন আউনুল মাবুদ ১ম খন্ড ৩৩৪ পৃষ্ঠা)।

এ ব্যাপারে আর একজন খ্যাতনামা পন্ডিত আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ)। এর নিকট প্রশ্ন হয়েছিল রুকু পেলে রাকাত হবে কি না।

দলিল নং-২১

القول الراجع عندی قول من قال ان من ادرک الامام راکعا لم یحتسب له تلک الرکعة-

অর্থাৎ ঃ আমার নিকট তার কথাই গ্রহণযোগ্য যে ব্যক্তি বলে ইমাম কে রুকু অবস্থায় পেলে ওটাকে রাকাত বলে গণ্য করবে না।

(দেখুন - তোহফাতুল আহওয়াজী ১ম খন্ড ৪০৮ পৃষ্ঠা)।

এ ব্যাপারে আল্লামা আবু সাঈদ শরফুদ্দিন দেহলভী (রহঃ)।

দলিল নং-২২

অর্থাৎ ঃ রাকাত কখনও হবে না এই জন্য যে, দু'টি ফরয-কেয়াম এবং কেরাত

ছুটে গেছে। তাই এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা মোটেই উচিত হবে না।

(দেখুন- ফতোয়ায়ে সানাইয়া ১ম খন্ড ৩৬৯ পৃষ্ঠা)

এ ব্যাপারে উপমহাদেশের একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দেস আল্লামা মুহাম্মদ ইউনুস দেহলভী (রহঃ) এর ফতোয়া।

দলিল নং- ২৩

অর্থাৎ ঃ প্রত্যেক নামাযীর জন্য সে নামাযী ইমাম হোক, মুক্তাদি হোক বা রুকু পাওয়া মুক্তাদী হোক, বা মুনফারিদ (একাকী) হোক সে নামায ফরজ হোক বা সুন্নত হোক বা নফল হোক, সূরা ফাতেহা পড়া ফরয। সুরা ফাতেহা ছাড়া কোন অবস্থায় নামায হবে না, 'সহীহ হাদীস থেকে এটাই প্রমাণিত।

(দেখুন-ফতোয়ায়ে উলামায়ে হাদীস ২য় পার্ট ১৯৫৫)।

এ ব্যাপারে আল্লামা শায়খ আবদুল জব্বার, মাদরাসা দারুল হাদীস রহমানীয়া করাচী।

দলিল নং-২৪

রুকু পেলে রাকাত হয় না। কারণ রাকাত হওয়ার প্রকাশ্য কোন দলিল নেই। আবি বাকরা (রাঃ)'র হাদীস থেকে দলিল গ্রহণ করা সঠিক নয়, কারণ এ হাদীসে রাকাত হওয়া এবং না হওয়ার কোন কথা উল্লেখ নেই। এ ব্যাপারে ঐ হাদীস পেশ করাটাই ভুল।

আমাদের দলিল অন্যান্য সহীহ হাদীস যা কেয়াম এবং কেরাতে ফাতেহাকে ফরয প্রমাণ করে। সেটাকে সামনে রেখে রাসুল (সঃ) এর হুকুম وما فاتكم فاتموا (অর্থাৎ যেটা রয়ে গেছে ওটা পড়ে নাও) এটাকে সামনে রেখে রুকু পাওয়া ব্যক্তির কেয়াম ও কেরাতে ফাতেহা, অথবা হানাফীদের নিকট যতটুকু কেয়াম করা ফরয সেটুকুও ছুটে গেছে, এই জন্য রাকাত পুনরায় পড়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে এতে কোন তাবিল্‌ের অবকাশ নেই। এই বর্ণনাটি পর আর যত বর্ণনা এ সম্পর্কে এসেছে সেটা দুর্বল অথবা সাহাবীদের কত্তল আর তার ভিতরে অনেক কথা ভিত্তিহীন বা আপত্তিকর- ও রয়েছে, যা ঐ সমস্ত সহীহ হাদীসের মোকাবেলা করতে পারে না। যে সব হাদীস থেকে কেয়াম এবং কেরাতে ফাতেহা ফরয প্রমাণিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে অর্থাৎ রুকু পেলে রাকাত হয় না একথা প্রমাণ করতে যেয়ে আল্লামা আবু মাসুদ বেনারসি বলেছেন।

দলিল নং-২৫

কোরআন থেকে প্রকাশ্য এমন কোন আয়াত নেই যে, রুকু পেলে রাকাত হবে। আর হাদীস থেকেও এমন কোন সহীহ হাদীস নেই যে রুকু পেলে রাকাত হবে। এ ব্যাপারে তিনি ইমাম বায়হাকীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন- -

ورواه عن ابى هريرة (رض) لا يجزيه حتى يدرک الامام قائما وفى رواية اخرى عن ابى هريرة (رض) اذا ادركت القوم ركوعا لم تعتد بتلک الركعت - قال البخارى (رح) وقال ابو سعيد وعائشة (رض) لا يركع احدكم حتى يقرأ بام القران قال البخارى (رح) وقال ابو قتاد وانس وابو هريرة (رض) عن النبى ﷺ اذا اتيتم الصلاة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فمن فاته فرض القراءة والقيام فعليه اتمامه كما امر النبى ﷺ

অর্থাৎ ঃ এবং বর্ণনা করেছেন ওটা আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে যে মসবুক মুক্তাদীর নামায যথেষ্ট হয় না, যতক্ষণ ইমামকে দাড়ান অবস্থায় না পাবে। আর অন্য বর্ণনায় আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন যে, যখন তুমি কওমকে রুকু অবস্থায় পাবে তখন ঐ রাকাত কে রাকাত বলে গণ্য করবে না। ইমাম বোখারী (রহঃ) বলেছেন যে. আবু সাঈদ খুদরী ও মা আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, যে তোমাদের ভিতরে কেউ যেন সুরা ফাতেহা পড়া ব্যতীত রুকু না করে। এবং ইমাম বোখারী (রহঃ) আরও বলেছেন যে, হযরত আবু কাতাদাহ হযরত আনাস, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যখন তুমি নামাযে আসবে তখন যেটা পাবে সেটা পড়ে নেবে, আর যেটা রয়ে যাবে ওটা পরে পড়ে নেবে সুতরাং যার দুটি ফরয কেয়াম এবং কেরাত ছুটে গেছে, সেটা পূরণ করে নেওয়া তার জন্য জরুরী, যেমন ভাবে রাসুল (সঃ) হুকুম করেছেন।

এব্যাপারে ইমাম বাইহাকী (রহঃ) বলেন,

ولان القيام يسقط عنه بادراك الركوع والقدر الذى ياتى به من القيام للتكبير ليس هو بالقيام الذى هو محل القراة .....(الخ)

অর্থাৎ ইমামকে রুকুর মধ্যে পেলে তার থেকে কেয়াম ছুটে যা। আর যার ভিতরে তাকবিরে তাহরিমা বলা হয় ওটা কিন্তু মেকদারে কেয়াম নয়। মেকদারে কেয়াম হচ্ছে তাকবিরে তাহরিমার পর কেরাতের সময় যে কেয়াম করা হয় (দেখুন - কেতাবুল কেরাত বায়হাকী ৫০ পৃষ্ঠা)।

এরপর তিনি লিখেছেন এই মসলাটির উপর পরিশেষে একটি সহীহ এবং সরিহ হাদীস শুনে রাখুন (আমি ও আমার হানাফী মাযহাবী মুফতী সাহেবানদের দৃষ্টি আকর্ষন করছি) ইমাম বোখারী তার বোখারী শরিফের মধ্যে আবি বাকরা (রাঃ)'র হাদীসটি এনেছেন, কিন্তু পুরা নয় । পুরা হাদীসটি আবি বাকরা (রাঃ) থেকে ইমাম বোখারী দেখুন তার যুযুউল কেরাত নামক হাদীস এর গ্রন্থের মধ্যে এনেছেন এভাবে-

عن ابى بكرة (رض) انه دخل المسجد والنبى ﷺ راكع فركع قبل ان يصل الى الصف فذكر ذالك للنبى ﷺ فقال زادك الله حرصا ولا تعد واقض مافات

অর্থাৎঃ হযরত আবি বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি মসজিদে ঢুকলেন এমন অবস্থায় যে রসুল (সঃ) রুকুতে ছিলেন এবং আবি বাকরা (রাঃ) কাতারে সামিল হওয়ার আগেই রুকু করলেন, এবং ঐ রুকু অবস্থায় কাতারে সামিল হলেন (গুড়ি মেরে) তারপর রাসুল (সঃ) কে এ ব্যাপারে অবগত করানো হলে তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার আগ্রহকে বাড়িয়ে দিন তুমি পুনরায় এরকম আর করবে না। আর যেটা ছুটে গেছে ওটা পূরণ করে নাও।(দেখুন – যুযউল কেরাত বোখারী)।

বাস। আবি বাকরা (রাঃ)'র হাদিস নিয়ে আর কোন এখতেলাফ নেই। এই হাদিস থেকে পরিস্কার হয়ে গেল যে, ইমামকে রুকু অবস্থায় পেলে রাকাত হয় না। ঐ রাকাত পরে পড়ে নিতে হয় । নতুবা তার নামায হয় না। কেননা ইবারতের মধ্যে রয়েছে –واقض مافات

রাসুল (সঃ) আবি বাকরা (রাঃ) কে তার বাকী নামায পড়ে নেওয়ার হুকুম করেছেন।

পাঠকগণ এ ব্যাপারে এই বর্ণনাটি ছাড়া আর যতগুলি বর্ণরা এসেছে তা সবই যয়ীফ। আর যদি কিছুক্ষণের জন্য ধরে নেওয়া যায় যে ও বর্ননা গুলিতে কোন আপত্তি নেই তাহলে ও সেগুলি মাওকুফ হওয়ার কারণে মারফু হাদিসের মোকবেলায় কখনও পেশ করা যায় না।

এ ব্যাপারে আল্লামা দাউদ রাজ দেহলোবী (রহঃ) তিনি আউনুল মা'বুদ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন,

দলিল নং ২৬

فهذا محمد بن اسماعيل البخا (رح) احد المجتهدين وواحد من اركان الدين قد ذهت الى ان مدركا للركوع لايكون مدركا للركعة حتى يقرء فاتحة الكتاب فمن دخل مع الامام فى الركوع فله ان يقضى تلك الركعة بعد سلام الامام بل حكى البخارى هذا المذهب عن كل من ذهب الى وجوب القراءة خلف الامام ... (الخ

অর্থাৎ ঃ মোহাম্মাদ বিন ইসমাইল বোখারী (রহঃ)যিনি মুযতাহিদদের ভিতরে একজন জবর দস্ত মুযতাহীদ বরং মিল্লাতে ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ রোকন ছিলেন। তিনি রুকু পাওয়া ব্যক্তির রাকাত পাওয়াটা গ্রহণ করেন নি । তার ফতোয়া হচ্ছে এমন ব্যক্তির ইমামের সালাম ফিরানোর পর ঐ রাকাতটি পড়ে নিতে হবে । বরং ইমাম বোখারী এটাকে ঐ ব্যক্তির মাযাহাব বলেছেন, যার নিকট ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া জরুরী।

তারপর তিনি লিখেছেন এতো বয়ান শোনার পর যারা নিজেদের তাহ্কিকের ওপর ভিত্তি করে বলেন যে, রুকু পেলে রাকাত হবে তারা নিজেরাই নিজেদের কৃতকর্মের জিম্মাদার। তাই তাদের উচিত– রুকু পেলে রাকাত হবে না যারা বলেন তাদের বিরুদ্ধে কিছু না বলে নিরব থাকা।

শেষে তিনি লিখেছেন, দলিলের ভিত্তিতে সঠিক কথা এটাই যে, রুকু পাওয়া ব্যক্তির ছুটে যাওয়া রাকাত ফিরে পড়ে নেওয়া জরুরী ।

(দেখুন মাহ্নুমা নুরুল ঈমান, দিল্লি এপ্রিল ১৯৬৯ সাল)।

এ ব্যাপারে মোহাদ্দেসে কবির হযরত আল্লামা মুহাম্মাদ বশির (রহঃ)

তাঁর নিকট এ ব্যপারে প্রশ্ন হয়েছিল যে রুকু পেলে রাকাত হবে কিনা, এবং ইমাম যদি রুকুতে থাকে তবে সেই অবস্থায় মুক্তাদী যদি সুরা ফাতেহা পড়ে তার পর- রুকুতে শরীক হয়, সে অবস্থায় রাকাত হবে কি হবে না এ ব্যপারে কি হুকুম রয়েছে।

তিনি জবাব দিয়েছেন -

দলিল নং ২৭

(এক) ইমামকে রুকুতে পেলে রাকাত হবে না। হাদীস

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

অর্থাৎ কোন ব্যক্তির নামায হবে না যদি সে সুরা ফাতেহা না পড়ে (বুখারী মুসলিম)

(দুই) আর ইমাম যদি রুকুতে থাকে, আর মুক্তাদী ঐ অবস্থায় দাঁড়িয়ে সুরা ফাতেহা পড়ে তারপর রুকুতে সামিল হয়, তাহলে এ কাজ মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) এর নিম্নে বর্নিত হাদীসের খেলাপ হয় ।

قال قال رسول الله ﷺ اذا جاء احدكم الصلاة و الامام على حال فليصنع كما يصنع الامام-

অর্থাৎ রসুল (সঃ) বলেছেন তোমাদের ভিতরে কেউ যখর নামাযে আসবে তখন ইমাম যে অবস্থায় থাকবে সে ও সেই অবস্থায় মিলে যাবে।(তিরমিযি)।

এ ব্যাপারে উপদেশের আর একজন খ্যাতনামা পন্ডিত আল্লামা হাফেজ মোঃ আব্দুল্লাহ গাজীপুরী (রহঃ)

দলিল নং ২৮

তিনি বলেন-রুকু পেলে রাকাত হবে না সুরা ফাতেহা না পড়ার কারণে যা প্রত্যেক রাকাতে পড়া ফরয। আর ওটা (সুরা ফাতেহা) নামাযের এমন গুরুত্বপূর্ণ রোকন যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা সুরা ফাতেহাকে নামায বলে নামকরণ করেছেন। সুতরাং আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত-ঃ

قال : انى سمعت رسول الله ﷺ يقول قال الله تعلى قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين..... (الخ)

অর্থাৎ ঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসুল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ বলেছেন (হাদীস কুদসী) আমি নামায (ফাতেহা) কে আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে আধা আধি ভাগ করে নিয়েছি শেষ পর্যন্ত-

এ ব্যাপারে উপমহাদেশে আর এক জন খ্যাতনামা পন্ডিত আল্লামা আব্দুল জব্বার ওমর পুরী (রহঃ) তিনি বলেন

দলিল নং ২৯

নিশ্চয় ইমাম কে রুকুতে পাওয়া ব্যক্তির রাকাতটি ফিরে পড়ে নেওয়া জরুরী । শুধু রুকুতে সামিল হওয়া রাকাতের জন্য যথেষ্ট হতে পারে না । আর এ মস-লাটি মোমতাজুল মুহাদ্দেসিন হযরত ইমাম বোখারী ও ইমাম ইবনে খুযায়মা, ইমাম ইবনে হযম (রহঃ) ইত্যাদী বড় বড় মুহাদ্দেসিনের ।[১]

[১] *কেউ কেউ বলেন, রুকু পেলে রাকাত হবে একথার পক্ষে বড় বড় আলেম আছেন। যেমন-যুগ শ্রেষ্ঠ আলেম আল্লামা নাছির উদ্দিন আলবানী (রহঃ)।এবং সাহাবীদের মধ্যেও কেউ কেউ রুকু পেলে রাকাত ধরতেন।*

দেখুন ভাই, ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ার পক্ষে যাঁরা রায় দেন নাই অধিকাংশ তাঁরাই রুকু পেলে রাকাত হওয়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন। যেমন- আল্লামা নাছির উদ্দিন আলবানী (রহঃ)।তিনি ইমামের পিছনে (জেহরী নামাযে) সূরা ফাতেহা পড়া লাগবেনা বলে রায় দিয়েছেন। যা অনেক পন্ডিতরা মেনে নেন নাই।

অপর দিকে আমীরুল মু'মিনিন ফিল হাদীস ইমাম বুখারী (রহঃ) ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা সকল অবস্থায় পড়তে হবে বলেছেন। তাই তিনি বলেছেন রুকু পেলে রাকাত হবে না।ঐ রাকাত পরে পড়ে নিতে হবে।

আর সাহাবীগণ (রাঃ) সকল অবস্থায় ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ার পক্ষে ছিলেন। তাই তাঁরা রুকু পেলে রাকাত হবে এ কথা বলেন নাই।

ইবনে মাসউদ সহ দু-চারজন সাহাবী (রাঃ) যাঁরা রুকু পেলে রাকাত হওয়ার পক্ষে ছিলেন, তাঁরা কিন্তু ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ার পক্ষে রায় দেন নাই। ইমাম বুখারী (রহঃ) দেখুন যুযউল কেরাত নামক গ্রন্থে বিষয়টি বিস্তারিত তুলে ধরেছেন।

ইমাম বুখারী (রহঃ) মোহাদ্দেসদের মাথার মুকুট, হাদীসের ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তের উপর হাদীসমুহাদ্দিসগণ মাথা নত করেছেন। তাই এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহঃ) বিচার বিশ্লেষন করে যেভাবে বুঝেছেন আমরাও ওভাবে বুঝে নিতে চাই। তিনি বলেছেন রুকু পেলে রাকাত হবে না কারণ তাঁর থেকে নামাযের আভ্যন্তরীন দু'টি ফরজ ছুটে গেছে। তাই ঐরাকাত পরে পড়ে নিতে হবে। (والله اعلم)।

এর পর তিনি লিখেছেন, রুকু পেলে রাকাত হবে এই মর্মে যে কয়টি দলিল পেশ করা হয়, তা থেকে হয় রাকাত হওয়া প্রমান হয় না, আর না হয় তা যঈফ এবং একে বারে দুর্বল যা সহীহ হাদিসের মোকবেলায় কখনও দলিল হতে পারে না।

পাঠকগণ,

এ পর্যন্ত রাসুল (সঃ) এর সহীহ হাদীস, সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে আবেঈন, জমহুরে সালফ ও খালফদের, এমনকি আমী-রুল মু'মিনিন ফিল হাদীস ইমাম বুখারী, ইমাম ইবনে খুযায়ইমা, ইমাম ইবনে হযম তাদের সিদ্ধান্তের কথা একের পর এক শুনলেন। তারপর উপমহাদেশের খ্যাতনামা পন্ডিতদের সিদ্ধান্তগুলিও শুনলেন। আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান ভুপালী, শায়খুল কুল আল্লামা নযীর হুসাইন দেহলভী, আল্লামা আব্দুর রহমান মোবারকপুরী, আল্লামা শামসুল হক আযিমাবাদী, আল্লামা উবায়দুল্লাহ মোবারকপুরী, আল্লামা সানাউল্লা অমৃতসরী, আল্লামা দাউদ রাজ দেহলভী, আল্লামা আব্দুল জব্বার মাদ্রাসা দারুল হাদীস রহমানিয়া, আল্লামা আবু মাসউদ বেনারসী, হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ গাজীপুরী, এসব বিদ্যানগণ যে উপমহাদেশের খ্যাতনামা আলেমেদীন ছিলেন তা কারুর অজানা নেই। এর পর উভয় বাংলার অদ্বিতীয় রেজাল শাস্ত্রবিদ আল্লামা আবু মোহাম্মদ আলীমুদ্দিন, আল্লামা ড. আসাদুল্লাহ আল গালিব, আল্লামা আইনুল বারী আলিয়াভী, প্রখ্যাত মহাদ্দিস আল্লামা মুস্তফা কাশেমী ও আল্লামাবেলাল হোসেন রহমানী (যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসা) সহ বাংলাদেশের খ্যাতনামা যারা আলেমে দ্বীন তারা সবাই শুধু রুকু পেলে রাকাত হবে না বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

অতএব, উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে একথা প্রশ্নাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, রুকু পেলে রাকাত হয় না–ছুটে যাওয়া রাকাতটি শেষে পড়ে নিতে হবে। সুরা ফাতেহা এবং কেয়াম ছুটে যাওয়ার কারনে।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সহীহ হাদীসের উপর আমল করার তৌফিক দিন। আমীন।

عبد الستار

–মাওলানা আব্দুস সাত্তার কালাবগী

সুন্দরবনের খাঁটি মধু

মধু সম্পর্কে আল্লাহর বাণী فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ মধুর মধ্যে রয়েছে (সকল) রোগের আরগ্য (নাহাল ৬৯ আয়াত)

সুন্দরবনের খাঁটি মধু পেতে হলে

যোগাযোগ করুন ঃ ০১৭২০-৪৭৯৮৭৬, ০১৯৩৮-০২৩২০৬

https://www.facebook.com/profile.php?id=178945132263517

লেখকের প্রকাশিত বই

- ★ সহীহ হাদীসের আলোকে **রাসুল (সঃ)-এর নামায**।
- ★ তারাবী নামায **২০** রাকাত নামক লেখনির **জবাব** ও সহীহ হাদীসের আলোকে তারাবী নামায **৮ রাকাত**।
- ★ ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়া প্রসঙ্গে মাওলানা ওয়াক্কাস আলী সাহেবের (রেজালের উদ্বৃতি দিয়ে) দেওয়া **জবাব** এর **জবাব**।
- ★ রুকু পেলে রাকাত হবে নামক লেখনির **জবাব** ও রুকু পেলে রাকাত-হবে না প্রমাণস্বরূপ **২৯ টি দলীল**।
- ★ ইমামের কিরাআতই মুক্তাদীর জন্য কেরাত নামক লেখনির **জবাব** ও ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ার দলীল আকাশের নক্ষত্রের মত উজ্জল, প্রমাণস্বরূপ **২১২টি দলীল**।
- ★ বিশ্বনবী (সঃ)-এর নামাযই হানাফী মাযহাবের নামায নামক বই এর **জবাব** ও সহীহ হাদীসের আলোকে **বিশ্বনবীর নামায (সঃ)**।
- ★ জুম'আর দিন মসজিদে আযান **দু'টি হবে না একটি ?**
(ওসমানী আযান ও তার কারণসমূহ)
- ★ নামাযে শুধুমাত্র তাক্‌বীরে তাহরীমার সময় রফউল ইয়াদাইন করিতে হইবে-নামক দলীলের **জবাব** ও রফউল ইয়াদাইন রাসূল-(সঃ)-এর জীবন্ত সুন্নাত প্রমাণস্বরূপ **৮০টি দলীল**।
- ★ নামাযে হাত নাভির নীচে বাঁধতে হবে নাম দলীলের জবাব ও নামাযে হাত বুকের উপর বাঁধা সুন্নাত। **প্রমাণস্বরূপ ১৮টি দলীল**।
- ★ নামাযে 'আমীন' নীরবে বলতে হবে নামক দলীলের **জবাব** ও নামাযে 'আমীন' উচ্চৈঃস্বরে বলতে হবে। **প্রমাণসরূপ ৩৯টি দলীল**।

ইনশাআল্লাহ প্রকাশের পথে

- ★ (আহ্‌লে হাদীস কর্তৃক) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর উপর মিথ্যা ভিত্তিহীন অভিযোগের জবাব নামক লেখনির **সমুচিত জবাব**।
- ★ মুসাফাহ্ দুই হাতে না চার হাতে।
- ★ তৌহীদের মর্মকথা।
- ★ সহীহ হাদীসের আলোকে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহ **কোরআন মাজীদের অনুবাদ**।

লেখকের পূর্ণ ঠিকানা

মাওলানা আবদুস সাত্তার কালাবগী

গ্রাম ও পোষ্ট ঃ কালাবগী, থানা ঃ দাকোপ
জেলা ঃ খুলনা, মোবাইল ঃ ০১৭২০-৪৭৯৮৭৬, ০১৯৩৮-০২৩২০৬

https://www.facebook.com/profile.php?id=178945132263517